বৈদেশিক মুদ্রা একাউন্ট সহজে খোলা ও পরিচালনা সম্পর্কিত বাংলাদেশ ব্যাংকের নিয়মাবলী

বৈদেশিক মুদ্রা নীতি বিভাগ

বাংলাদেশ ব্যাংক

প্রধান কার্যালয়, ঢাকা

Website : www.bb.org.bd

মার্চ, ২০১২

এই প্রচারপত্রের ভাষ্য প্রাসঙ্গিক বিধিব্যবস্থাদির সংক্ষিপ্ত সরলীকৃত বর্ণনা; অনুসরণীয় মূল নির্দেশনার জন্য মে, ২০০৯ সনের Guidelines for Foreign Exchange Transactions (Volume-1) এবং তৎপরবর্তী প্রজ্ঞাপন/ বৈদেশিক মুদ্রা সংক্রান্ত পরিপত্রগুলো দ্রষ্টব্য।

সংশ্লিষ্ট সকলের সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, প্রবাসী বাংলাদেশীগণ বাংলাদেশে কার্যরত যে কোন ব্যাংকের অনুমোদিত ডিলার (এডি) শাখায় বৈদেশিক মুদ্রায় একাউন্ট খুলে বৈদেশিক মুদ্রা জমা রাখতে পারেন। মুনাফা/সুদবাহী এ সকল একাউন্টের স্থিতি অবাধে বিদেশে পাঠানো যায়। এ ধরনের একাউন্ট সঞ্চয়ী বা মেয়াদী প্রকৃতির হতে পারে। পাশাপাশি, নিবাসী বাংলাদেশী নাগরিকগণ বিদেশ হতে দেশে ফেরত আসার সময় সাথে আনা বৈদেশিক মুদ্রা 'রেসিডেন্ট ফরেন কারেন্সী ডিপোজিট (আরএফসিডি)' একাউন্ট খুলে জমা রাখতে পারেন। এ সকল একাউন্টের প্রধান প্রধান দিক ও একাউন্ট খোলার পদ্ধতি নিচে সংক্ষিপ্তাকারে উল্লেখ করা হলোঃ

ক. সঞ্চয়ী হিসাব প্রকৃতির প্রাইভেট ফরেন কারেন্সী (এফসি) একাউন্ট

- **একাউন্ট খোলার জন্য উপযুক্ত ব্যক্তি ঃ** বিদেশে কর্মরত/বসবাসরত বাংলাদেশী নাগরিক, চাকুরী/অভিবাসন/স্ব-কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে বিদেশ যাচ্ছেন এমন বাংলাদেশী ব্যক্তিবর্গ, বাংলাদেশ বা বিদেশে বসবাসরত অন্যান্য জাতীয়তার নাগরিক, বিদেশে নিবন্ধিত এবং বাংলাদেশ বা বিদেশে ব্যবসায়রত প্রতিষ্ঠান, বাংলাদেশে অবস্থিত কূটনৈতিক মিশন ও মিশনে কর্মরত বিদেশী নাগরিক, বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানে কর্মরত বৈদেশিক মুদ্রায় বেতনভোগী বাংলাদেশী কর্মীগণ অনুমোদিত ডিলার ব্যাংকে প্রাইভেট এফসি একাউন্ট খুলতে পারেন।

- **প্রাথমিক জমা ছাড়া একাউন্ট খোলার সুযোগ ঃ** চাকুরী/অভিবাসন/স্ব-কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে বিদেশ যাচ্ছেন এমন ব্যক্তিবর্গ বিদেশ যাওয়ার পূর্বে কোন জমা ছাড়া প্রাইভেট এফসি একাউন্ট খুলতে পারেন। বিদেশ যাওয়ার পরও প্রবাস হতে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র পাঠিয়ে বা দেশে ফেরত আসার পর যে কোন সময় এরূপ এফসি একাউন্ট খোলা যেতে পারে।

- **একাউন্টে বৈদেশিক মুদ্রা জমা দান ঃ** এ ধরনের একাউন্টে বিদেশ হতে ব্যাংকের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা

পাঠানো যায়। পাশাপাশি, বিদেশ হতে দেশে আসার সময় সাথে আনা বৈদেশিক মুদ্রা/ড্রাফট ইত্যাদি জমা দেয়া যায়, অন্য কোন প্রবাসী দ্বারা পাঠানো বা অন্য কোন এফসি একাউন্ট হতে পাঠানো বৈদেশিক মুদ্রা জমা রাখা যায়।

● **মনোনীত ব্যক্তির মাধ্যমে একাউন্ট পরিচালনা ঃ** হিসাবধারী নিজে বা তার মনোনীত ব্যক্তি এ একাউন্ট পরিচালনা করতে পারেন।

● **একাউন্টে জমা রাখা বৈদেশিক মুদ্রার ব্যবহার ঃ** এ একাউন্টে জমা বৈদেশিক মুদ্রা টাকায় নগদায়ন করা যায়, ব্যাংকের মাধ্যমে বিদেশে পাঠানো যায় এবং পুনরায় বিদেশ যাওয়ার সময় নগদে সাথে নেয়া যায় (মার্কিন ডলার নোট আকারে অনধিক ২০০০ এবং অবশিষ্ট অংশ অন্যান্য বৈদেশিক মুদ্রা, টিসি বা কার্ড আকারে)।

● **একাউন্ট চালু রাখার সময়কাল ঃ** এ একাউন্ট যতদিন ইচ্ছা (এমনকি স্থায়ীভাবে দেশে আসার পরও) চালু রাখা যায়।

● **একাউন্টের প্রকৃতি ঃ** এ একাউন্ট সাধারণত: সঞ্চয়ী প্রকৃতির হয়ে থাকে। এ একাউন্টের স্থিতি মেয়াদী আকারেও জমা রাখা যেতে পারে।

● **সুদ ঃ** এ একাউন্টের স্থিতি ১/৩/৬/১২ মাস মেয়াদী আকারে জমা রাখলে তার ওপর প্রযোজ্য হারে সুদ পাওয়া যায়। পাশাপাশি, মেয়াদী আকারে জমা নয় এমন জমার ওপরও (জমার পরিমাণ কমপক্ষে মার্কিন ডলার ১০০০/পাউন্ড স্টার্লিং ৫০০/সমতুল্য অন্য বৈদেশিক মুদ্রা এবং জমার সময়কাল কমপক্ষে ১ মাস হলে) সুদ পাওয়া যেতে পারে।

খ. মেয়াদী প্রকৃতির নন্‌-রেসিডেন্ট ফরেন কারেন্সী ডিপোজিট একাউন্ট বা এনএফসিডি একাউন্ট

● **একাউন্ট খোলার উপযুক্ত ব্যক্তি ঃ** বিদেশে কর্মরত/বসবাসরত অনিবাসী বাংলাদেশী, বিদেশে বসবাসরত দ্বৈত নাগরিকত্বধারী বাংলাদেশী, বিদেশস্থ

বাংলাদেশ মিশনে কর্মরত বাংলাদেশীগণ, বিদেশে আন্তর্জাতিক/আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠানে প্রেষণে/নিয়মিতভাবে নিয়োজিত সরকারী/স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান ও রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ব্যাংক ও অন্যান্য বিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ এ একাউন্ট খুলতে পারেন।

- **একাউন্ট খোলার সময় ঃ** বিদেশ হতে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র পাঠিয়ে বা দেশে ফেরত আসার পর যে কোন সময় (এমনকি স্থায়ীভাবে দেশে আসার পরও) এনএফসিডি একাউন্ট খোলা যায়।

- **একাউন্ট খোলার জন্য ন্যূনতম জমার পরিমাণ ঃ** একাউন্ট খোলার জন্য ন্যূনতম জমার পরিমাণ মার্কিন ডলার ১০০০, পাউন্ড স্টার্লিং ৫০০ বা সমতুল্য অন্য বৈদেশিক মুদ্রা। বিদেশী নাগরিক/প্রতিষ্ঠান/বিনিয়োগকারীগণের ক্ষেত্রে এর পরিমাণ ন্যূনতম ২৫০০০ মার্কিন ডলার/সমমান।

- **একাউন্টের প্রকৃতি ঃ** এ একাউন্ট ১/৩/৬/১২ মাস মেয়াদের জন্য মার্কিন ডলার, পাউন্ড স্টার্লিং, ইউরো বা জাপানী ইয়েন মুদ্রায় খোলা যেতে পারে যা পুনঃনবায়নযোগ্য।

- **একাউন্টে বৈদেশিক মুদ্রা জমা দান ঃ** বিদেশ হতে ব্যাংকের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা পাঠিয়ে বা প্রাইভেট এফসি একাউন্টের জমা স্থানান্তর করে বা দেশে আসার সময় সাথে আনা বৈদেশিক মুদ্রা দিয়ে এ একাউন্ট খোলা যায়।

- **জমা রাখা বৈদেশিক মুদ্রার ব্যবহার ঃ** এ একাউন্টে জমা রাখা বৈদেশিক মুদ্রা টাকায় নগদায়ন করা যায়, ব্যাংকের মাধ্যমে বিদেশে পাঠানো যায় এবং পুনরায় বিদেশ যাওয়ার সময় নগদে সাথে নেয়া যায় (মার্কিন ডলার নোট আকারে অনধিক ২০০০ এবং অবশিষ্ট অংশ অন্যান্য বৈদেশিক মুদ্রা, টিসি বা কার্ড আকারে)।

- **সুদ ঃ** এনএফসিডি একাউন্টের জমার ওপর সংশ্লিষ্ট মুদ্রার জন্য আন্তর্জাতিক বাজারে চালু সুদ/মুনাফার হারে সুদ/মুনাফা পাওয়া যায়। সুদ/মুনাফা বাংলাদেশে করমুক্ত। মেয়াদপূর্তির আগেও আসল অর্থ উত্তোলন করা যায়, তবে এ ক্ষেত্রে কোন সুদ/মুনাফা পাওয়া যায় না।

গ. নিবাসী বাংলাদেশীদের জন্য রেসিডেন্ট ফরেন কারেন্সী ডিপোজিট একাউন্ট বা আরএফসিডি একাউন্ট

- **একাউন্ট খোলার জন্য উপযুক্ত ব্যক্তি ঃ** নিবাসী বাংলাদেশীগণ বিদেশ হতে দেশে ফেরত আসার সময় সাথে আনা বৈদেশিক মুদ্রা দ্বারা আরএফসিডি একাউন্ট খুলতে পারেন।

- **একাউন্ট খোলার সময়কাল ঃ** নিবাসী বাংলাদেশী নাগরিকগণ দেশে ফেরত আসার পর যে কোন সময় এ একাউন্ট খুলতে পারেন। উল্লেখ্য, অনধিক ৫০০০ মার্কিন ডলার বা সমমূল্যের বৈদেশিক মুদ্রা বিদেশ হতে ফেরত আসার পর যে কোন সময় একাউন্টে জমা দেয়া যায়; ৫০০০ মার্কিন ডলারের/সমমূল্যের অতিরিক্ত অংক শুল্ক কর্তৃপক্ষের নিকট এফএমজে ফরমে ঘোষণা দেয়া সাপেক্ষে দেশে ফেরত আসার এক মাসের মধ্যে জমা দেয়া যায়।

- **একাউন্টে জমা দেয়া বৈদেশিক মুদ্রার উৎস ঃ** শুধু দেশে আসার সময় সাথে আনা বৈদেশিক মুদ্রা এ একাউন্টে জমা দেয়া যায়।

- **একাউন্টে জমা থাকা অর্থের ব্যবহার ঃ** একাউন্টে জমা বৈদেশিক মুদ্রা টাকায় নগদায়ন করা যায়, বিদেশে পাঠানো যায় বা পরবর্তী বিদেশ যাত্রার সময় নগদে (মার্কিন ডলার নোট আকারে অনধিক ২০০০ এবং অবশিষ্ট অংশ অন্যান্য বৈদেশিক মুদ্রা, টিসি বা কার্ড আকারে) সাথে নেয়া যায়।

- **সুদ ঃ** এ ধরনের একাউন্টের ওপর প্রযোজ্য হারে সুদ পাওয়া যায়।

প্রাইভেট এফসি, এনএফসিডি ও আরএফসিডি হিসাব খোলার উপায় ঃ হিসাব খোলার উপযুক্ত ব্যক্তিগণ হিসাব খোলার জন্য নির্ধারিত ফরম পূরণ করে এবং প্রয়োজনীয় অন্যান্য কাগজপত্র যেমন ছবি, পাসপোর্টের ফটোকপি ইত্যাদি জমা দিয়ে বাংলাদেশে কার্যরত যে কোন ব্যাংকের এডি শাখায় প্রাইভেট এফসি/ এনএফসিডি/আরএফসিডি একাউন্ট সহজেই খুলতে

পারেন। প্রাইভেট এফসি, এনএফসিডি একাউন্ট খোলায় আগ্রহী ব্যক্তিগণ বিদেশে অবস্থান করে একাউন্ট খোলার ক্ষেত্রে পাসপোর্টসহ প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের ফটোকপি স্থানীয় বাংলাদেশ মিশন বা কোন ব্যাংক বা এডি ব্যাংকের নিকট পরিচিত কোন ব্যক্তি কর্তৃক পরীক্ষিত ও সত্যায়িত করে সংশ্লিষ্ট এডি শাখায় পাঠিয়ে একাউন্ট খুলতে পারেন। উল্লেখ্য, বিদেশে বসবাসরত বাংলাদেশীগণের জন্য একাউন্ট খোলার ক্ষেত্রে বিদেশে কর্মরত/ব্যবসায়রত মর্মে চাকুরীর/ব্যবসার সনদ ইত্যাদি দাখিল করা বাধ্যতামূলক নয়।

বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রকাশিত Guidelines for Foreign Exchange Transactions (Vol-1) এর Chapter 13 (Section I, II, III) এ এফসি একাউন্ট সংক্রান্ত বিস্তারিত নিয়মাবলী উল্লেখ রয়েছে যা বাংলাদেশ ব্যাংকের ওয়েবসাইটেও (www.bb.org.bd) দেখা যেতে পারে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, প্রবাসী বাংলাদেশী ও অন্যান্য জাতীয়তার অনিবাসী নাগরিকগণ ওপরের 'ক' ও 'খ' তে উল্লিখিত এফসি হিসাব ব্যতীত বাংলাদেশ সরকারের মার্কিন ডলার প্রিমিয়াম বন্ড ও ইনভেস্টমেন্ট বন্ড, টাকায় সরকারী ট্রেজারী বন্ড এবং অনুমোদিত ডিলার ব্যাংকে নন্-রেসিডেন্ট ইনভেস্টরস টাকা একাউন্ট (NITA) খুলে স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত শেয়ার/সিকিউরিটিজ এ বিনিয়োগ করতে পারেন। তাছাড়া প্রবাসী বাংলাদেশীগণ টাকায় সরকারী ওয়েজ আর্নার্স ডেভেলপমেন্ট বন্ডে বিনিয়োগ করতে পারেন।

উল্লিখিত তথ্যের অতিরিক্ত কোন তথ্য বা ব্যাখ্যার প্রয়োজন হলে এডি ব্যাংক শাখা বা নিম্ন-ঠিকানায় যোগাযোগ করা যেতে পারে ঃ

মহাব্যবস্থাপক, বৈদেশিক মুদ্রা নীতি বিভাগ বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা

ফোন : ৭১২০৬৬৮, ৯৫১২৬০৭, ৭১২০৩৭৫

ফ্যাক্স : ৭১২০৬৬০, ৯৫৬৬২১২

ই-মেইল : gm.fepd@bb.org.bd